ভূমিকা

পরিবেশবাদ বর্তমান যুগোচিত সুচিন্তিত একটি মতবাদ। আধুনিক মানুষের স্বেচ্ছাচার যেভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছে তার প্রতিবাদের ভাষা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। নিশ্চিত ধ্বংসের সামনে দাঁড়িয়েও আমরা কর্তব্যবিমুখ। ব্যক্তিস্বার্থ ও আধুনিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিনিয়ত বিপদসংকুল পরিস্থিতির সামনে আমাদের দাঁড় করাচ্ছে। মুনাফা ও ব্যক্তিলাভের জালে আমরা জর্জরিত, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুস্থ পৃথিবী রেখে যেতে অপারগ। এখনও আমাজনের জঙ্গল আগুনে পুড়ে যায়, আগুনে পুড়ে যায় আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া কিংবা বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ের মার্খা গ্রাম, সিমলাপাল, সারেঙ্গা, খাতড়ার জঙ্গল। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে পারস্পরিক আদান-প্রদানের সম্পর্কে জড়িয়ে রয়েছে, জীবনের প্রয়োজনে। প্রাচীন সাহিত্যে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক খুব স্পষ্টভাবেই নিরূপিত হয়েছে। সেই ভাবনার ধারাতেই আমি আমার বিষয়টিকে নির্বাচন করেছি। "মধ্যযুগের নির্বাচিত বাংলা সাহিত্য: পরিবেশবাদী পাঠের আলোকে" অর্থাৎ পরিবেশ ভাবনার আলোকে মধ্যযুগের সাহিত্যকে দেখাবার দৃষ্টিভঙ্গি। এখানে স্পষ্টভাবে জানিয়ে রাখি পরিবেশবাদ একটি আধুনিক মতবাদ, তাই পরিবেশবাদের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মধ্যযুগের সাহিত্যে খুঁজবার প্রচেষ্টা আমি করিনি। করবার চেষ্টা করেও লাভ হত না। তাই আধুনিক পরিবেশ ভাবনার বেশ কিছু বীজ যা মধ্যযুগের সমাজ ও সাহিত্যে ছিল এবং তা যে প্রাচীন সমাজ সাহিত্যের ধারার দ্বারা প্রবাহিত সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। বৈদিক সাহিত্য সৃষ্টিকর্তাগণ প্রত্যেকে ছিলেন সুপণ্ডিত এবং সুশিক্ষিত এবং তাঁরা ছিলেন সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষ। বৈদিক মুনি ঋষিদের পরিবেশ সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি তা কিন্তু মধ্যযুগের কবিদের ছিল না। কারণ মধ্যযুগের কবিগণ বেশিরভাগই ছিলেন লোকসমাজ থেকে উঠে আসা সাধারণ মানুষ। ফলে বৈদিক ঋষিগণের সঙ্গে মধ্যযুগের গ্রাম্যজীবন থেকে উঠে আসা কবিদের ভাবনার পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে পরিবেশের প্রতি কবিদের যে দৃষ্টিভঙ্গি সে দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যযুগের কবিদের সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। মধ্যযুগের কবিদের গ্রামজীবনের সহজ সরল চিন্তা-ভাবনার স্তর থেকে, তাঁদের জীবন-যাপনের দ্বারা পরিবেশ সম্পর্কিত ভাবনা ফুটে উঠেছে। তুর্কী আক্রমণের পরবর্তী কালে যে গ্রামজীবনকে আমরা পেয়েছি তা একেবারেই সাধারণ স্তরের। সেই স্তর থেকে যেসব কবিগণ উঠে এসেছেন তাঁদের

জীবনাচারের মধ্য দিয়ে কিংবা আচার-বিচার-সংস্কারগুলির মধ্যে থেকে এবং তাঁদের প্রয়োজনের মধ্যে থেকে পরিবেশকে যেভাবে দেখেছেন সেটুকুকেই তাঁরা সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। আমরা আমাদের এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের মধ্যে এই বিষয়টিকেই ধরতে চেয়েছি, যে তাঁরা কীভাবে ভেবেছেন? তাঁদের ভাবনাটা যে ভাবনার স্তর থেকে নয় জীবন যাপনের স্তর থেকে সেটিই দেখাবার চেষ্টা করেছি। বস্তুত পরিবেশ ব্যতীত মানুষের সুষ্ঠু জীবনধারণ সম্ভব নয়। সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশের কথা উঠে এসেছে। পরিবেশের কথা বলতে গিয়ে পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিও সুন্দরভাবে তুলে এনেছেন কবিগণ।

আধুনিক সাহিত্যে এবং প্রাচীন সাহিত্যে পরিবেশ সচেতনতা স্পষ্টভাবেই লক্ষ করা যায়। মধ্যযুগের সাহিত্য পরিবেশ সচেতনতামূলক সমালোচনার বাইরে ছিল। এই শূন্যতা দূর করতেই আমার তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশে অভিসন্দর্ভটির অবতারণা।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবিদের সৃষ্টিকর্মে কীভাবে পরিবেশভাবনা বা পরিবেশ সম্পর্কিত সচেতনতা উঠে এসেছে তা আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক– যা তাঁদের লেখায় বর্ণিত হয়েছে সেই বিষয়েও দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। আধুনিক পরিবেশবাদী চিন্তা-চেতনার স্পষ্ট প্রভাবে নয়– সেই যুগের নিরিখে, তাঁদের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরিবেশ ভাবনার তাত্ত্বিক রূপটি আধুনিক যুগে প্রতিষ্ঠিত, তাই অনেক সমালোচকের মতে মধ্যযুগের সাহিত্য কিংবা প্রাচীনযুগের সাহিত্যকে এই মানদণ্ডে বিচার করা অনুচিত। স্পষ্ট বলে রাখি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় অনেক পরে। তত্ত্ব পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে পূর্বে সেই বিষয়টি ছিল না একথা হাস্যকর। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তত্ত্ব আবিষ্কারের পূর্বে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ছিল না একথা বললে সেই ব্যক্তির অজ্ঞানতা ছাড়া কিছু প্রমাণিত হয় না। রোমান্টিকতা আধুনিক যুগের তত্ত্ব তা বলে কালিদাসের রচনায় রোমান্টিকতা নেই একথা বলা ভুল।

এই অভিসন্দর্ভে প্রাচীন সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ, স্মৃতিগ্রন্থ, দর্শনগ্রন্থে পরিবেশচেতনার কথা আলোচনা করা হয়েছে। একই ভাবে মধ্যযুগের নির্বাচিত সাহিত্যেও আধুনিক পরিবেশবাদী পাঠের আলো ফেলে আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। এই গবেষণা কর্মে মধ্যযুগের সাহিত্যে কবিদের দ্বারা উল্লিখিত উদ্ভিদ, বন্যজন্তু, পাখি, মাছ, জলজপ্রাণি, কীটপতঙ্গগুলির একটা তালিকা প্রণয়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত নামও লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করা

হয়েছে। কারও কারও মনে হতে পারে এই তালিকা শুধুমাত্র গবেষণাকর্মটির কলেবর বৃদ্ধির জন্য করা হয়েছে। তবে তালিকা প্রণয়ন পরিকল্পনায় আমার উদ্দেশ্য ভিন্ন। প্রথমত, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকর্মগুলি সৃষ্টি হয়েছে বাংলার বহুবিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে। বিভিন্ন অঞ্চলের, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ থেকে উঠে আসা কবিদের জীবনদর্শন যেমন ভিন্ন, ঠিক তেমনি ভাষার ভিন্নতা রয়েছে। ফলে একই প্রাণি বা উদ্ভিদ একাধিক কবির রচনায় ভিন্ন ভিন্ন নামে উঠে এসেছে। নামের ভিন্নতা থাকলেও আসলে তারা একই প্রাণি বা উদ্ভিদ। অর্থাৎ এই তালিকা একাধিক নামে পরিচিত উদ্ভিদ বা প্রাণিগুলির নির্দিষ্ট পরিচয় খুঁজবার একটা প্রচেষ্টা। সঙ্গে দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞানসম্মত নাম। বাংলার নির্দিষ্ট প্রাণি বা উদ্ভিদটিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ চিনতে পারবে। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে জ্ঞানচর্চা শুধুমাত্র নিজ বিষয়ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, তা হয়ে উঠেছে মাল্টিডিসিপ্লিনারি। পরিবেশ বিষয়টি মূলত বিজ্ঞান শাখার সঙ্গে যুক্ত। বহুধা বিস্তৃত বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে এই তালিকা খুবই উপযোগী হবে বলে আমার বিশ্বাস। বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন শাখা যেমন, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, জৈব অর্থনীতি, জৈবরসায়নের গবেষকগণ এই তালিকা থেকে মধ্যযুগের তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন বলে আমার মনে হয়। এছাড়াও তৃতীয়ত, প্রচুর উদ্ভিদ বা প্রাণি ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে। অনেক উদ্ভিদের নাম পেয়েছি, যেগুলি আজ আর পাওয়া যায় না। হয়তো ভিন্ন কোনো নামের অন্তরালে লুকিয়ে রয়েছে। মধ্যযুগের উদ্ভিদ, প্রাণিদের তালিকা পরবর্তী প্রজন্মকে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান রক্ষণাবেক্ষণের ভাবনায় ভাবিত করতে পারে।

আলোচ্য গবেষণাকর্মটিকে নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিভাজিত করেছি–

প্রথম অধ্যায় : **পরিবেশবাদী পাঠের পরিসর**

দ্বিতীয় অধ্যায় : **প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে পরিবেশ প্রসঙ্গ**

তৃতীয় অধ্যায় : **মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ভৌগোলিক পরিসর**

চতুর্থ অধ্যায় : **মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিধৃত উদ্ভিদজগৎ**

পঞ্চম অধ্যায় : **মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিধৃত জীবজন্তু**

ষষ্ঠ অধ্যায় : **মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাস্তুভাবনা ও পরিবেশনীতি**

আমার গবেষণা প্রকল্পে উক্ত অধ্যায়গুলির শিরোনামের দিকে লক্ষ রেখে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পরিবেশভাবনা অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়েছি। সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে যেভাবে পরিবেশ সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনা গড়ে উঠেছে এবং তা যেভাবে আমাদের আচার-বিচার-সংস্কারে

প্রবেশ করেছে তা দেখাবার চেষ্টা করেছি। সেই পরিবেশ সম্পর্কিত ভাবনা মধ্যযুগের কাব্যগুলিতে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সেটিও দেখাবার চেষ্টা করেছি। এই গবেষণাকর্মের অগ্রগতিতে প্রধানত তথ্যসংগ্রহ এবং বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বোপরি এই অভিসন্দর্ভ সাধারণ পাঠক এবং পরিবেশপ্রেমীদের অনুসন্ধিৎসা জাগাবে এবং মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ বাড়াবে। অভিসন্দর্ভটি পাঠের সুবিধার জন্য গ্রন্থ সংক্ষেপ দেওয়া হল। যেমন মু.চ. এর অর্থ মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য। গো.গা. এর অর্থ 'গোপীচন্দ্রের গান' গ্রন্থ। সমগ্র অভিসন্দর্ভে এবং তথ্যসূত্রে বেশকিছু সংকেত চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। ঋগ্বেদ ১০/৯৭/২০ এর অর্থ হল ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯৭ সংখ্যক সূক্তের ২০ সংখ্যক রিক। অথবা মৎস্যপুরাণ ৫৯/১৭ এর অর্থ হল মৎস্যপুরাণের ৫৯ সংখ্যক অধ্যায়ের ১৭ সংখ্যক শ্লোক। সমগ্র অভিসন্দর্ভে নতুন বানানরীতি যথাসম্ভব অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করছি আমার এই গবেষণাকর্ম সাহিত্যে পরিবেশ ভাবনা সম্পর্কে নতুন দিশা দেখাবে।